

ঢাকায় বত্ৰিনপরি সম্ভাব্য পরাৱৰ্থী

বত্ৰিনপরি উচ্চপৰ্যায়ৰে সূত্ৰগুলো বলছে, ঢাকা উত্তৰ সটি কঁৰপোঁৰশেনে ময়েৰ পদে মৌ. শফকিল ইসলাম খান এৰং দক্ষণি মৌ. আবদুস সালামৰে নাম প্ৰায় চুড়ান্ত কৰা হয়ছে। গত ২২ ফেব্ৰুৱাৰি স্থানীয় সৰকাৰ বডিাগৰে এক প্ৰজ্ঞাপনে তাঁদৰে দুই সটি কঁৰপোঁৰশেনৰে প্ৰশাসক হসিৰে নিয়োগ দেওয়া হয়।

দলীয় সূত্ৰৰে ভাষ্য, প্ৰশাসক হসিৰে দায়িত্ব দেওয়ার সময় নাগরকি সবো নশ্চিতি কঁৰাৰ পাশাপাশি তাঁদৰে সটি নিৰ্বাচনৰে জন্য প্ৰস্তুত নিওয়ার নিৰ্দেশনাও দেওয়া হয়ছেলি। ফলে বত্ৰিনপি আনুষ্ঠানকি সমৰ্থন ঘোষণা না কঁৰলেও দুই সটিতে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী নিয়ে দলটৰি মধ্যে বড় ধৰনৰে টানাপোড়নে নহে।

ঢাকা দক্ষণি সটি কঁৰপোঁৰশেনৰে প্ৰশাসক আবদুস সালাম বলনে, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে ঢাকা দক্ষণি সটি কঁৰপোঁৰশেন অনকেটা নিৰ্বাচীৰ হয়ে পড়ছেলি। এখন সেই পৰিস্থিতিৰি পৰিবৰ্তন হয়ছে এৰং নাগরকিদৰে সুযোগ-সুবিধা নশ্চিতি কঁৰাৰ চেষ্টা কঁৰছনে।

নিৰ্বাচন ও নাগরকি সবো—দুই দকিহে প্ৰস্তুত নিওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলনে, জনগণ যা চায়, সে অনুযায়ী কাজ কঁৰাৰ চেষ্টা কঁৰছনে এৰং এৰ মধ্য দিয়েই নিৰ্বাচনৰে জন্য প্ৰস্তুত নিচ্ছনে।

তবে বত্ৰিনপরি একজন দায়িত্বশীল নতো জানিয়েছনে, আপাতত এই দুজনৰে নামই ববিচেনায় রয়ছে। শেষে পৰ্যন্ত পৰিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তা এখনই নশ্চিতি কঁৰে বলা যাচ্ছে না। প্ৰাৰ্থী বাছাইয়ৰে আগে বডিিনি মাধ্যমে জঁৰপিও হতে পাৰে।

জামায়াতৰে প্ৰাৰ্থীও প্ৰায় চুড়ান্ত

ঢাকার দুই সটি কঁৰপোঁৰশেনে জামায়াতে ইসলামীৰ পছন্দৰে প্ৰাৰ্থীও অনকেটা নশ্চিতি বলে জানা গছে। ঢাকা উত্তৰে মোহাম্মদ সালেমি উদ্দনি এৰং দক্ষণি মৌ. আবু সাদকি, যনি সাদকি কায়মে নামে পৰচিতি, দলটৰি সমৰ্থন পতে পাৰনে।

সালেমি উদ্দনি জামায়াতে ইসলামীৰ ঢাকা মহানগর উত্তৰ শাখাৰ আমরি। অন্যদকি সাদকি কায়মে ঢাকা বশ্ববদ্বি়ালয় কন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সংসদৰে (ডাকসু) ভপি গিত জুলাই পৰ্যন্ত তিনি ইসলামী ছাত্ৰশবিৰিৰে কন্দ্ৰীয় আন্তৰ্জাতকি বষিয়ক সম্পাদক ছিলনে। বৰ্তমানে তিনি জামায়াতৰে সহযোগী সদস্য।

সালেমি উদ্দনি এৰ আগে সলিটে-৬ (গোলাপগঞ্জ-বয়ানীবাজার) আসন থকে সংসদ নিৰ্বাচনে অংশ নিয়ে পৰাজতি হন। তিনি বশে কছিুদনি ধৰে ঢাকা উত্তৰ সটিৰি বডিিনি এলাকায় সাংগঠনকি কৰ্মকাণ্ডৰে পাশাপাশি সবোমূলক কাৰ্যক্ৰম চালিয়ে আসছনে।

সাদকি কায়মেও জামায়াতৰে বডিিনি ঘৰোয়া কৰ্মসূচিতে অংশ নিচ্ছনে এৰং সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হসিৰে তৎপৰতা চালাচ্ছনে। তবে ডাকসুৰ ভপি হসিৰে দায়িত্ব পালন কঁৰায় তাঁৰ রাজনৈকি কৰ্মকাণ্ড এখনো অনকেটা সীমতি ও সতৰ্কতার সঙ্গে পৰিচালতি হচ্ছে বলে দলীয় সূত্ৰ জানিয়েছে।

জামায়াতৰে কন্দ্ৰীয় মজলসিে শুরা সদস্য মু. আতাউৰ রহমান সৰকাৰ বলনে, মোহাম্মদ সালেমি উদ্দনি বডিিনি শ্ৰেণি-পশোৰ মানুষৰে কাছে যাচ্ছনে এৰং সাড়া পাচ্ছনে। তিনি আশা কঁৰনে, নগরবাসী তাঁকে বজিী কঁৰে তাঁদৰে প্ৰত্যাশা পূৰণৰে সুযোগ দবেনে।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার ও ঢাকার দুই সিটিতে প্রার্থী বাছাইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।
তিনি জানান, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য দল সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত নিচ্ছে। ইউনিয়ন, উপজলো, জলো ও সিটি করপোরেশনে
প্রার্থী মনোনয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

এনসপির প্রথম নির্বাচনী পরীক্ষা

ঢাকার দুই সিটিতে সরাসরি প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসপি)। গত রোববার দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম
ঢাকা উত্তর সিটিতে আসফি মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং দক্ষিণ সিটিতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নাম ঘোষণা করেন।

আসফি মাহমুদের জন্য এটি সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রথম বড় পরীক্ষা। সংসদ বা স্থানীয় সরকারের কোনো পর্যায়েই তিনি
এর আগে নির্বাচনে অংশ নেননি। অন্যদিকে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঢাকা-৮
আসনে বএনপির জ্যেষ্ঠ নতো মরিজা আব্বাসের সঙ্গে প্রতদ্বন্দ্বিতি করে তিনি পরাজিত হন।

সিটি নির্বাচন সামনে রেখে আসফি মাহমুদ ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী নজিদেরে ভোটের এলাকাও পরিবর্তন করছেন। আসফি উত্তর
সিটির ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে এবং পাটওয়ারী দক্ষিণ সিটির ২১ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটের হয়েছেন। এরপর তাঁদের দুই সিটিতে প্রার্থী
ঘোষণা করে এনসপি।

তিনি দলের তিন ধরনের প্রার্থী

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, তিনি রাজনৈতিক শক্তি ঢাকার দুই সিটিতে তিন ধরনের রাজনৈতিক পরিচিতির প্রার্থী সামনে
আনছেন। বএনপি প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দুজনকে সামনে রাখছেন। জামায়াতের উত্তর সিটির সম্ভাব্য প্রার্থী নগর সংগঠনের
নতো এবং দক্ষিণের সম্ভাব্য প্রার্থী ছাত্ররাজনীতির পরিচিতি মুখ। অন্যদিকে এনসপি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক
পটপরিবর্তনের সম্মুখসারির দুই মুখকে বেছে নিয়েছেন।

বএনপির দক্ষিণের সম্ভাব্য প্রার্থী আবদুস সালাম দীর্ঘদিন মহানগর দক্ষিণে দলের অন্যতম শীর্ষ নতো ছিলেন। তিনি সিটি
করপোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়রের দায়িত্বও পালন করছেন। বর্তমানে তিনি বএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের
সদস্য।

উত্তরে সম্ভাব্য প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি। গত সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-১৫
আসনে বএনপির প্রার্থী হিসেবে প্রতদ্বন্দ্বিতি করে জামায়াতের আমরি মৌ. শফিকুর রহমানের কাছে পরাজিত হন।

ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই হতে পারে বড় ফ্যাক্টর

বএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রজিভী জানিয়েছেন, বএনপির কোনো প্রার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন দেবে না।
তবে তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য প্রার্থীকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিয়ে বিজয়ী করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, নরিদলীয় নরিবাচনে দলীয় প্রতীক না থাকায় প্রার্থীদের ব্যক্তিগত পরিচিতি, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে বরিনপিও জামায়াতের সাংগঠনিক সমর্থন কতটা ভোটে প্রভাব ফেলেতে পারে, স্টেডি নরিবাচনের অন্যতম বড় প্রশ্ন।

ঢাকার দুই সটি করপোরেশন নরিবাচন তাই তনি রাজনৈতিক শক্তির জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের বড় পরীক্ষায় পরিণত হতে পারে। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, দলীয় সংগঠন নাকি নতুন রাজনৈতিক পরিচিতি—কোন বিষয়টি ভোটারদের বেশি আকৃষ্ট করে, তা নরিবাচনের ফলেই স্পষ্ট হবে।

TAGS:

রাজনীতি

ঢাকা সটি নরিবাচন

ঢাকা উত্তর সটি

ঢাকা দক্ষিণ সটি

বরিনপি

জামায়াত

এনসপি

আসফি মাহমুদ

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সালেমি উদ্দিন

সাদিক কায়ম

ময়ের নরিবাচন

স্থানীয় সরকার নরিবাচন